আজকের কাগজ

তারিখ 13 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

রাজবাড়ী কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হবার উপক্রম

জহুরুল হক ঃ বাংলাদেশে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুবিধার জন্যে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। রাজবাড়ী কমার্শিয়াল টেনিং ইনস্টিটিউট এমনি একটি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। আর্থিক সংকটের কারণে জেলার ঐতিহ্যবাহী বেকার প্রশিক্ষণের একমাত্র প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বন্ধের উপক্রম হয়ে পড়েছে। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৭ সালে বেকার যুবক যুবতিদের কারিগরি শিক্ষা দানের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানটি নির্মিত হয়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনা ও তার দোসররা প্রতিষ্ঠানটি পুড়িয়ে দেয়। ফলে টাইপ রাইটিং মেশিন, টেলিগ্রাফি ও শর্টহ্যান্ড মেশিনসহ তৎকালীন সময়ের প্রায় ৪০ হাজার টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে বেশ কয়েক মাস প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকে। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের কাছ থেকে একটি পরিত্যাক্ত বাড়ি ভাড়া নিয়ে পুনরায় চালু করা হয়। তখন উক্ত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। কিছুদিন যেতে না যেতেই কর্তৃপক্ষ নোটিসের দ্বারা পুনরায় বাড়িটি 'রিলিজ' করে দেয়। পরবর্তী সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মান্নানের একান্ত সহযোগিতায় উক্ত বিল্ডিং-এর একটি কামরা ভাড়া নিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হয়। সেই থেকে বুকভরা আশা নিয়ে সরকারি অনুমোদনের জন্যে বহু লেখালেখি করে শেষ পর্যন্ত ১৯৮১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় সমাজ উন্নয়ন যুব সংস্থা (রেজি নং-ফ-০১৯৮/রাজবাড়ী)। ১৯৮৩-৮৪ সালে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক নামমাত্র এক হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া তেমন কোনো সরকারি অনুদান আজও মেলেনি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৩০/৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি রুমে জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। বাড়িটি ১১-১২-৮২ ইং তারিখের সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি রিকুইজেশন পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এবিষয়ে জেলা প্রশাসককে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন মহলের সাহায্যের জন্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ বহুবার আবেদন করেও কোনো ফল পাননি। অধ্যক্ষ ইসহাক আলী জানান গত ৫ বছরে ১০/১২ বার আবেদন করেছি। কিন্তু কোনো ফল পাইনি। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রিরা জানান, এখন যদি প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এতদাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রিদের দারুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই প্রতিষ্ঠানটি সচল করার জন্যে অধ্যক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রিরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।